আধুনিক সমাজতান্ত্রিক চীনের প্রতিষ্ঠাতা মাও জেদং-এর জীবন ও কর্মে বইপত্র এবং গ্রন্থাগারের প্রভাব

ডঃ সুবল চন্দ্র বিশ্বাস*

গ্রন্থাগারিক, ডঃ বি. সি. রায় ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ, দুর্গাপুর

(প্রাক্তন অধ্যাপক, গ্রন্থাগার ও তথ্য বিজ্ঞান বিভাগ, বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়)

চৈত্র ১৪৩১ সংখ্যার শেষাংশ

১৯১৮ খ্রিষ্টাব্দে অধ্যাপক ইয়াং যখন বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনা করার জন্য পিকিং চলে আসেন, তখন বুদ্ধিজীবী অভিজাতবর্গের সাথে সাক্ষাৎ এবং যোগাযোগের আশায় মাও তাঁকে অনুসরণ করেন। কিন্তু তাঁর কল্পনার তুলনায় বাস্তবের ফারাক ছিল অনেকটাই। মাও-এর প্রয়োজন ছিল অর্থের, তাই ইয়াং পিকিং বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগারের ডিরেক্টর লি তা-চাওকে নিম্নলিখিত বার্তাটি পাঠান: "একটি কর্ম-অধ্যয়ন কর্মসূচির জন্য মাও সে-তুং-এর বিশ্ববিদ্যালয়ে চাকরির প্রয়োজন। অনুগ্রহ করে তাঁর জন্য গ্রন্থাগারে একটি চাকরি খুঁজুন।"[১০] এভাবেই মাও পিকিং বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগারে সহকারীর চাকরিটা পান। তাঁকে গ্রন্থাগার ভবনের বেসমেন্টে (সর্বনিম্ন তল) বসতে দেওয়া হয়, যেখানে তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের জন্য সংবাদপত্র অনুসন্ধান করতেন এবং কাজের ফাঁকে বই পড়তেন। প্রথমে তিনি খুবই উত্তেজিত ছিলেন এই ভেবে যে তাঁর এই কাজের সূত্রে তিনি হয়তো বিদ্বজ্জনদের সংস্পর্শে আসার সুযোগ পাবেন। আমরা জানি যে একজন ধ্রুপদী চীনা পণ্ডিতরূপে স্বীকৃতি পাওয়ার আশায় তিনি পিকিংয়ে এসেছিলেন, পরিবর্তে তিনি নিজেকে এতোটাই নগণ্য একটা পদে পেলেন যে খ্যাতনামা অধ্যাপকবৃন্দও তাঁকে অবজ্ঞা করতেন। পরবর্তীকালে মাও নিজেই বলেন "My office was so low that people avoided me. One of my tasks was to register the names of people who came to read newspapers, but to most of them I did not exist as a human being."[১১] অর্থাৎ, তাঁর কাজটা এতোটাই অকিঞ্চিৎকর ছিল যে লোকে তাঁকে এড়িয়েই চলতো। তাঁর কাজের মধ্যে অন্যতম ছিল যেসকল ব্যক্তি সংবাদপত্র পাঠ করতে আসতেন, তাদের নাম নথিবদ্ধ করা। কিন্তু তাদের অধিকাংশই তাঁকে একজন মানুষ বলেও গণ্য করতেন না। অনেক বছর পর, যখন চীনে বিপ্লব সফল হয়েছিল, পাণ্ডিত্যের সাথে জনগণের সম্পর্ক বিষয়ে আলোচনা করতে গিয়ে মাও খোলাখুলি স্বীকার করেন যে, তিনি এইসব উদ্ধত অধ্যাপকদের নিতান্তই অপছন্দ করতেন। প্রকৃতপক্ষে, চীনের বাস্তব পরিস্থিতি সম্পর্কে এই তথাকথিত বুদ্ধিজীবী শ্রেণিকে শিক্ষা দেওয়া মাও-এর জন্য সবথেকে বড় সমস্যা হয়ে দাঁড়ায়। চীনা বিপ্লবের জন্য একদিকে যেমন এদের প্রয়োজন ছিল, অন্যদিকে কিন্তু বুদ্ধিজীবীদের দ্বারাও বিপ্লব সমস্যার সম্মুখীন হয়েছিল, কারণ তাদের সর্বদা জনগণের মাথার উপরে চড়ার এবং প্রাপ্য হিসাবে ব্যক্তিগত বিশেষাধিকার দাবি করার একটা প্রবণতা ছিল।[১২]

মাও একজন ঐকান্তিক পাঠক ছিলেন, এবং তাঁর ব্যক্তিগত বুদ্ধিবৃত্তি তাঁকে প্রবলভাবে সাহিত্যে, ইতিহাস, এবং দর্শনের দিকে আকৃষ্ট করেছিল। তদানীন্তন চীনের ক্ষেত্রে বিজ্ঞান এবং প্রযুক্তির গুরুত্ব সম্পর্কে তাঁর উপলব্ধি থাকা সত্ত্বেও, এই বিষয়গুলো তাঁকে খুব কমই আগ্রহী করতো — একটি সত্য যা তিনি জীবনের পরবর্তী এক পর্যায়ে অস্বস্তির সাথে স্বীকার করেছিলেন। তিনি কবিতা লিখেছেন, উপভোগ করেছেন বিখ্যাত চীনা ঐতিহাসিক উপন্যাস, এবং ধ্রুপদী প্রবন্ধ লেখার কিছু দক্ষতা অর্জন করেছেন। তাই অবাক হওয়ার কিছু নেই

* Email : subal.biswas@bcrec.ac.in